৩৬

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 16 FEB 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বেসরকারী নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকার সবকিছু সরেজমিনে দেখে অনুমতি দেবে

শাহনেওয়াজ

সরকার বেসরকারী উদ্যোগে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করার ক্ষেত্রে এখন থেকে সব কিছু সরেজমিনে পরিদর্শন করবে। পরিদর্শনে সন্তুষ্ট হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে তিন বছরের জন্য অনুমতি দেবে। এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রণালয় সম্প্রতি একটি নীতিমালা তৈরি করেছে। খবর সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের।

নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে,

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

বেসরকারী নতুন

(প্রথম পাতার পর)

প্রাথমিকভাবে তিন বছরের জন্য পাঠদানের অনুমতি দেয়া হলেও এই প্রাথমিক অনুমতিকে কোনভাবেই স্বীকৃতি হিসাবে বিবেচনা করা হবে না। স্থায়ীভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বেশকিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে একবার শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন পাবলিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ করাতে হবে। একই সঙ্গে এসএসসি বা এইচএসসি কিংবা আলীম, দাখিল পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর ন্যূনতম শতকরা ৭৫ ভাগকে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। আর সে ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর কমপক্ষে ৫০ ভাগ পাস করাতে হবে।

নীতিমালায় শর্তের মধ্যে আরও রয়েছে, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় কমপক্ষে ১০জন শিক্ষার্থীকে অংশ নিতে হবে এবং ৭০ ভাগ উত্তীর্ণ ফলাফল অর্জন করতে হবে।

সূত্রে আরও জানা গেছে, তিন বছর মেয়াদশেষে বৃত্তি পরীক্ষা, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, স্কুলে ছাত্রছাত্রীর ভর্তির হার, শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি ও বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বিবেচনা করে পরবর্তী সময়ে পাঁচ বছরের জন্য স্বীকৃতি দেয়া হবে। একইভাবে এই পাঁচ বছর সবকিছু মূল্যায়ন করেই আবার পরবর্তী সময়ে দশ বছরের জন্য স্বীকৃতি দেয়া হবে। এই মেয়াদ শেষ হলে তবেই স্থায়ী স্বীকৃতি দেয়া হবে।

নীতিমালায় স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, স্বীকৃতি পাওয়ার পর কোন পর্যায়ে শর্ত ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি স্থগিত রাখা হবে। এমনকি স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা হতে পারে।

নীতিমালা প্রণয়নের কারণ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা জানান, বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করার ইচ্ছায় সরকার জাতীয় বাজেটে সংস্থান সাপেক্ষে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্তি ও অনুদান দিয়ে থাকে। কিন্তু সরকারী নীতি ও নির্দেশাবলী সম্পর্কে অনেক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের ধারণা নেই।